সুশাসন বার্তা

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসুচির ঘরোয়া মাসিক বুলেটিন

৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা	Vol. 03, Issue 11
July, 2005	***আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১২***

এমভি নাসরিণ লঞ্চডুবির ২ বছরে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

নিরাপদ নৌপথের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

নাসরিণ দিবসের ২য় বছর ও আমাদের অবস্থান এবং গবেষণা গ্রন্থ 'অ-নিরাপদ নৌপথ:লাগাতার নৌ-দুর্ঘটনার একটি প্রতিকারমুখী সমীক্ষা'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নিরাপদ নৌপথের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমম্বিত আন্দোলনের মাধ্যমে নৌ-পথের যাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে হবে্। তারা বলেন, নৌ-সেক্টরে বর্তমানে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছে। মালিকরা জোটবব্ধ হয়ে ভাড়াবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার ফলে যাত্রীরা এখন অসহায়।

নিরাপদ নৌ-পথ বাস্তবায়ন জোটের উদ্যোগে ৮ জুলাই ০৫শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এমভি নাসরিন লঞ্চ দুর্ঘটনার ২য় বছর উপলক্ষে গবেষণা গন্থের মোড়ক উন্মোচন ও গণমাধ্যম অবহিতকরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সমকাল পত্রিকার সম্পাদক গোলাম সারওয়ার গবেষণা গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কোস্ট ট্রাস্টের সভাপতি ড, তোফায়েল আহমেদ ও বিআইডব্লিউটি'র সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আজ্জিজুল হক।

নিরাপদ নৌ-পথ বাস্তবায়ন জোটের সভাপতি সৈয়দ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের উর্ধ্বতন সমন্বয়কারী মোঃ শামসুদ্দোহা। এছাড়া দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ নঈম গওহর ওয়ারা ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষে শরীয়তপুরের মুজিবুর রহমান, চাঁদপুরের শাহিনা বেগম এবং ভোলার ফাতেমা বেগম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন নৌপথ বাস্তবায়ন জোটের জাতীয় সমন্বয়কারী মোঃ আমিনুর রসুল বাবুল।

গোলাম সারওয়ার বলেন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মতো নিরাপদ নৌপথের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং এই কাজে সমকাল মিডিয়া পার্টনার হিসেবে থাকবে। তিনি বলেন, গরিবের যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন নৌ-পথে যাত্রীদের বঞ্চনার শেষ নেই। গরিব দুঃখী মানুষকে এ দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করতে হবে।

অধ্যাপক ড, তোফাযেল আহমেদ বলেন, নৌপথ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। এ নৌপথ নিয়ে সরকারকে নতুন করে ভাবতে হবে। এ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, লঞ্চ মালিকরা জোটবব্ধ থাকায় যাত্রীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। মালিকরা কোন আইন কানুন না মেনে নিজেদের ইচ্ছেমত চলছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায়না।

বিআইডব্লিউটিএ'র সাবেক চেয়ারম্যন মোঃ আজিজুল হক বলেন, নৌপথের ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছা নেই। নৌ সংস্থাগুলো টেন্ডারের আগে কমিশন খাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। এ কারনে বছরের পর বছর ড্রেজার কেনা হয়না।

গওহর নঈম ওয়ারা বলেন, নৌ-মন্ত্রণালয়কে তহবিল গঠনের জন্য টাকা দিয়েছিল মালিক সমিতি; কিন্তু সেই টাকার কী হয়েছে তা আমরা জানিনা।সদরঘাটে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা তোলা হলেও সেই টাকা কোথায় কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা কেউ জানেনা। তিনি বলেন, নৌ দুর্ঘটনা রোধে সাধারন মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

মোঃ শামসুদ্দোহা তার প্রবন্ধ উপস্থাপনায় বলেন, নৌ-পথের উপর চাপ বাড়লেও কমছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ আইনের প্রয়োগ। এ কারনে বিগত ২৬ বছরে দেশে ৪৯৬ টি লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর বেশিরভাগই ঘটেছে সঠিক নকশায় লঞ্চ তৈরি না হওয়ার জন্য। তিনি আরও বলেন, ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত জ্বালানী তেলের দাম প্রায় ৬৮ শতাংশ বাড়লেও লঞ্চভাড়া বেড়েছে ১৫০ শতাংশ হারে।

সভাপতির বক্তব্যে নিরাপদ নৌপথ বাস্তবায়ন জোটের সভাপতি সৈয়দ নুরুল আলম বলেন, নৌপথের অরাজকতা রোধে সুশীল সমাজকে ঐক্যবব্ধ করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সংবাদ সম্মেলন

মন্ত্রীকে গাড়ি না দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপুরন দিন

জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীকে কোটি টাকা দামের গাড়ি না দিয়ে মাগুরছড়ায় বিস্ফোরনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষগুলোকে ক্ষতিপুরন দেওয়ার জন্য আর্ন্তজাতিক গ্যাস কোম্পানিগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ১৪ জুন ০৪ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ আহ্বান জানান। মাগুরছড়া গ্যাস ডিজাস্টার ক্যাম্পেইন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তরা ইউনোকলের কাছ থেকে মাগুরছড়া গ্যাস দুর্ঘটনায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতিপুরণ আদায়ের জন্য জনমত গঠন এবং আর্ন্তজাতিক আদালতে মামলা করার দাবি জানিয়ে বলেন, বিদেশী তেল গ্যাস কোম্পানি শেভরন, ইউনোকল, নাইকোকে জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের জন্য ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ৯৭ সালের ১৪ জুন মৌলভীবাজারের মাগুড়ছড়া গ্যসক্ষেত্রে বিস্ফোরনে রাস্ত ঘাট, রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, পানি, চা শিল্প, বনজসম্পদ, গ্যাস ও পরিবেশসহ জাতীয় সম্পদের ক্ষতি

হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এর জন্য দায়ী তেল গ্যাস কোম্পানি অক্সিডেন্টালের কাছে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়নি। তারা ৯৮ সালে গোপনে ১২, ১৩, ১৪ ব্লক ইউনোকলের কাছে বিক্রি করে চলে গেছে।

ইউনোকলের ভাষ্য অনুযায়ি যেসব এলাকায় ইউনোকল কাজ করে সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও পরিবেশ কার্যক্রমে তারা আর্থিক সহায়তা করে। এখানে তারা সামাজিক বিনিয়োগে বেসরকারি সংস্থাকে সহায়তা হিসেবে ৮ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু ইউনোকলের সাহায্য স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের দারিদ্র বিমোচনে কোন ভুমিকাই রাখেনি।

মাগুরছড়া গ্যাস বিস্ফোরনের ৮ম বার্ষিকীতে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাগুরছড়া গ্যাস ডিজাস্টার ক্যাম্পেইনের আহ্বায়ক জসীম উদ্দিন জীবন উপস্থিত ছিলেন, প্রেসিডেন্ট মোঃ আব্দুল মবিন তালুকদার, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য রিনা আক্তার, ফজলু জালাল ও সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান সুপ্র প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল প্রমুখ।

কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক ন্যায় বিচার প্রকল্পের

মধ্যবর্তী রিভিউ

কোস্ট ট্রাস্টের সামাজিক ন্যায়বিচার প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে প্রভাব যাচাইয়ের জন্য আভ্যন্তরীন মধ্যবর্তী রিভিউ চলছে। আভ্যন্তরীন রিভিউ স্থানীয়, জেলা ও জাতীয় এই তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্থানীয় পর্যায়ে কোস্ট ভোলা, কক্সবাজার এবং আউটরিচ অঞ্চলগুলোর, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সুপ্র এই রিভিউ করছে। রিভিউ পরিচালিত হচ্ছে প্রকল্পের যৌক্তিক কাঠামোতে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে।

জেলা পর্যায়ে সচেতনতা মুলক প্রশিক্ষণ, পিআরএসপি ও বাজেট সম্পকীত বিভিন্ন সভা সেমিনার, গ্লোবাল উইক অব একশন উদ্‌যাপন, বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদ্‌যাপন, বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি বিরোধি কার্যক্রম ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রভাব যাচাই করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার হচ্ছে, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ মানুষ ও সুশীল সমাজ।

জাতীয় পর্যায়ে পিআরএসপি ও বাজেট সর্ম্পকীত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, গ্লোবাল উইক অব একশন উদ্‌যাপন, বিশ্ব গ্রামীন নারী দিবস উদ্‌যাপন, বিংশব্যাক ইম্যুনিটি বিরোধি কার্যক্রম ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রভাব যাচাই করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডার হচ্ছে, রাজনৈতিক দল, সুপ্র জাতীয় কমিটি, এনজিও কর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব।

বিভিউ কার্যক্রমে চারটি টিম কাজ করেছে। আরএমসিসি কার্যক্রম রিভিউ টিমে ছিলেন, খায়রুল করীম, মামুন উর রশীদ, নুরুল আলম এবং মকবুল আহমেদ। টিম লিডার ছিলেন আরএমসিসির সামাজিক ন্যায়বিচার প্রকল্পের সহ সমন্বয়কারী খায়রুল করীম।

আরএমসিও টিমে ছিলেন, আল-আমিন, বরকত উল্লাহ মারুফ, মোস্তফা কামাল, মনির আহমেদ শুভ্র। টিম লিডার ছিলেন, আরএমসিওর সহসমন্বয়কারী আল-আমিন।

আরএমসিবি টিমে ছিলেন, মো: ইমরান কবীর, আমিনুর রসুল বাবুল, জীবনানন্দ জয়ন্ত, জামাল উদ্দিন শামীম । এখানে টিমলিডার আরএমসিবির সমন্বয়কারী মো: ইমরান কবীর।

সুপ্রকার্যক্রম রিভিউ টিমে ছিলেন, মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোঃ মোফাক্কার মোর্শেদ খান চৌধুরী ও বাসন্তি সাহা। এই টিমে টিম লিডার হিসেবে কাজ করেছেন মোস্তফা কামাল আকন্দ।

আভ্যন্তরীন বিভিউ ছাড়াও আরও দুটি পর্যায় যেমন, সমমনা প্রতিষ্ঠান মাদারীপুর লিগ্যাল এইড, ব্লাস্ট ও সমতা এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান পিপিআরসি এই প্রকল্পের কার্যক্রম রিভিউ করবে।

বাজেট পুর্ব ও পরবতী আলোচনা

তৃনমুলে পিআরএসপি ও বাজেট ভাবনা

এনটিভির উদ্যোগে তৃনমুলে বাজেট ভাবনার অংশ হিসেবে গত ২২-২৮ মে ০৫পর্যন্ত বাজেট পুর্ব এবং ১২-১৮ জুন ০৫ পর্যন্ত বাজেট পবরতী ভাবনা নিয়ে সাক্ষাতকার প্রচারিত হল এনটিভির ''আজকের সকাল'' অনুষ্ঠানে। সুপ্র'র জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এই আলোচনায় অংশ নেয়।

একটি দেশের সরকার কী করতে চায় তা বোঝা যায় বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের উপর। এই বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াটা হয়তড়িঘড়ি করে, কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে, ঢাকায়। সুপ্র চায় তৃনমুল পর্যায়ে বাজেট নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠুক। যে কোন জাতীয় ইস্যুতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন থাকুক এই ভাবনা থেকেই সুপ্র ও এনটিভি যৌথভাবে এই যুগান্তকারী উদ্যোগ নেয়।

বাজেট পূর্ব ও বাজেট পরবতী এই দৃটো পর্যায়ে এটা প্রচারিত হয়। বাজেট পুর্ব আলোচনার বিষয় ছিল, কৃষি ও গ্রামীন জীবন, স্বাস্থ্য ও সেবা খাত, শিক্ষা, বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও জনঅংশগ্রহন, ম্যাক্রো ইকোনমি ও ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী , স্থানীয় সরকার।

আলোচনায় অংশগ্রহন করেন, যথাক্রমে মুস্তাফিজুর রহমান-রাজশাহী, আরিফুর রহমান-চট্টগ্রাম, মুজিবুর রহমান-শরীয়ত পুর, একে এম শিহাব- সিলেট, রফিকুল ইসলাম খোকন- খুলনা, ললিত সি চাকমা-রাঙ্গামাটি, মহসিন আলী-চুয়াডাঙ্গা।

বাজেট পরবর্তী আলোচনার বিষয় ছিল, পিআরএসপি ও জনস্বার্থে বাজেট, সেবা খাতসমুহ, বাজেট, পরিবেশ ও দরিদ্র বান্ধব আইসিটি, মঙ্গা, দুর্যোগ ও হতদরিদ্রের জন্য বাজেটে কী আছে, ম্যাক্রো ইকোনমি দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প, দেশের ভেতর ও বাইরের সম্পদ সংগ্রহ ও কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে, রেজাউল করিম চৌধুরী-ভোলা, আহমেদ স্বপন মাহমুদ-ঢাকা, এইচএম বজলুর রহমান -ঢাকা, হারুন অর রশীদ লাল-কুড়িগ্রাম, আমিনুর রসুল বাবুল-ভোলা, রফিকুল ইসলাম্‌ খুলনা এবং ড, তোফায়েল আহমেদ- অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যবিদ্যালয়।

সুশাসন বার্তা, *মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত মাসিক ঘরোয়া বুলেটিন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) সচিবালয় বাড়ি # ৯/৪, সড়ক # ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ০১৭৪-০১৪২০৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : <info@supro.org> ওয়েব : <www.supro.org>থেকে প্রকাশিত*